প্রথম

রানা সরকার

তেমন বুড়ো না হলেও ইদানীং দেখছি সম্প্রতি ঘটে যাওয়া অনেক কিছুই কেমন ভুলে যাচ্ছি। অথচ বহুদিন আগে ফেলে আসা শৈশব বা কিশোরবেলার বহু ঘটনাই স্মৃতিতে উজ্জ্বল। ডুয়ার্সের চা বাগানে সেই সময়ের এমনই এক অভিজ্ঞতার কথা।

ডুয়ার্সের বীরপাড়া হাই স্কুলের ক্লাস টেনের ছাত্র তখন আমি, মামাবাড়িতে ছিলাম নিঃসঙ্গ কিশোর। মা-বাবার কাছে থেকে আমি বড় হয়ে উঠিনি। আমার বড় হওয়াটা এক অখণ্ড নিঃসঙ্গতায় কেটেছে। নিস্তব্ধ চা-বাগানের সবুজ দিগ্‌বলয় আর ঘুমন্ত স্টেশনবাড়ির উদাসীনতায় আমি হারিয়ে যেতাম। যেদিনের কথা বলছি, সেটি ছিল শীতের এক অনুজ্জ্বল বিকেল। স্কুলফেরত আমি বাড়িতে এসে দেখি আমার পড়ার ঘরের বাইরে একটা টুলে বসে অপরিচিতা এক কিশোরী। একটু পরে জানতে পারলাম সদ্য মা-হারা কিশোরীটি ওর বাবার সঙ্গে এখানে কাজ করতে এসেছে। আমি আনমনা হয়ে কিছুক্ষণের জন্য ওর দিকে তাকিয়েছিলাম। নিজের সঙ্গে কিছুটা মিল ও অমিল ওর মধ্যে খুঁজে পেয়েছিলাম সেদিন। মা-হারা না হয়েও এখানে মামাবাড়িতে আমার পারিবারিক উষ্ণ সান্নিধ্য ছিল না। মা-ছাড়া আমি কোন এক দূরবর্তী দ্বীপে নির্বাসিত যেন! জানতে পারলাম আমার মামার সখের ফুলবাগানের পরিচর্যার ভার ওর বাবার। সেইসঙ্গে কিশোরীটিকেও বাড়ির রান্নার কাজে বহাল করা হয়েছে।

স্কুল ছুটির পর বাড়ি ফেরার একটা তাগিদ এর পর আমাকে তাড়াতাড়ি বাড়িতে টেনে আনত। বাড়ি ফিরে দেখতাম ফুল বাগানের পরিচর্যায় সারাটা বিকেলে মালী ও তার কিশোরী মেয়ে কাজ করে চলেছে। শীতকালীন ফুলের সমারোহতে আমিও ওদের মতো বাগানকে সাজিয়ে তুলতে আগ্রহী হয়ে পড়ি। এ ভাবেই স্কুলফেরত আমি প্রতিদিন একটু একটু করে কখন যে বদলে গিয়েছিলাম টের পাইনি। নাম না জানা সেদিনের কিশোরীটি একসময়ে ফুলমতি নামের একটি মেয়ের পরিচিতিতে আমার আড়ষ্টতার বাধা অনেকখানি ভেঙে দিয়েছিল।

সমবয়সী দুই কিশোর কিশোরীর মাঝে অসম বিকাশের প্রতিদিনের আলাদা অবস্থানে এক প্রান্তে ফুলমতি আর একপ্রান্তে আমার কৈশোর পর্বের ভিন্ন এক ব্যস্ততা। আমার লেখাপড়ার প্রতি ফুলমতির একটা স্বাভাবিক আগ্রহ গড়ে উঠেছিল। ফুলমতির অনেক প্রশ্নের সহজ সুন্দর উত্তরের জন্য আমাকে তৈরি থাকতে হত। আমার উঁচু স্বরের পাঠোচ্চারণ থেকে ফুলমতির নির্ভুল অনুকরণ আমাকে অবাক করে দিত।

গ্রাম ছেড়ে আসা মাতৃহারা ফুলমতিকে অন্যকথায় ফিরিয়ে আনতে গল্পচ্ছলে বনবসতির কোলে মাদলের সেই মাঠটিতে চলে যেতাম। ভিন্ন অনেক প্রসঙ্গে ফুলমতির মনের আঙিনায় সন্তর্পণে পা বাড়িয়েছি। নির্ভয়া কিশোরীটি আমার মতো কিশোরের প্রতি কতটা যে অনুরক্তা ছিল সেদিন যা বুঝে উঠতে পারিনি। হাসি-খুশিতে ফুলমতি এই ফুলমেলায় সব অসুন্দর থেকে বেরিয়ে এসে চন্দ্রমল্লিকা হয়ে ফুটেছিল। তবু অদৃশ্য এক পিছুটানে মনে মনে ফুলমতি হারিয়ে যেত দূর মাদলের শব্দে কাঁপা রাতে।

আমার পড়া পদ্য-পদ্যের সতেজ সুন্দর উচ্চারণে মূল বিষয়কে বেছে নেওয়ার সক্ষমতায় ফুলমতি তার অন্তর্লোকে সমূহ ভাবনাগুলোকে আর একভাবে জাগিয়ে তুলত। একই পাঠক্রমে সেখানে ফুলমতি ছিল যথার্থই সহ-পাঠিকা...। মনে আছে একদিন আমি কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচির 'ওই যে গাঁ-টি' কবিতাটি আপনমনে পড়ছিলাম – বলা ভালো আবৃত্তির ঢঙে পড়া কবিতাটি আবেগকে স্পর্শ করে কিছুক্ষণের জন্য নিশ্চুপ রেখেছিল আমাকে।

'ঐ যে গাঁ-টি যাচ্ছে দেখা আইরি- খেতের আড়ে/ প্রান্তটি যার আঁধার করা সবুজ কেয়া ঝাড়ে,/পুবের দিকে আম-কাঁঠালের বাগান দিয়ে ঘেরা -/জটলা করে যাহার তলে রাখাল বালকেরা... ।/ঐটি আমার গ্রাম, আমার স্বর্গপুরী -/ঐখানেতে হৃদয় আমার গেছে চুরি।'

কবিতা পাঠ শেষে কখন যে ফুলমতি পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল টের পাইনি। ওর কথাতে বুঝতে পেরেছিলাম এতক্ষণ দাঁড়িয়ে ফুলমতি আমার কবিতা পাঠকে সঠিক অর্থে বুঝে নেওয়ার সার্থক চেষ্টায় এগিয়েছিল!

ফুলমতি ঃ 'হামরিমনকের গাঁওঠো এইছন হোঁয়। ইয়েগাঁও মোর দিল চুরায় কে লেলক।'

আমার পাঠ করা কবিতাকে ঘিরে ফুলমতির নিজস্ব অভিব্যক্তিতে ওর গ্রামের প্রতি মমত্ববোধ সেদিন টের পেয়েছিলাম। বলেছিলাম, 'ফুলমতি তুমি এই কবিতাটি কি বুঝতে পেরেছ?'

'থোড়া বুঝেক পারলোক। মোকে তোহারকের পড়া ঠো আচ্ছা লাগো থে।'

আমার কথা আমার মতো করে বলার পর প্রতি উত্তরে সাদরি ভাষায় ফুলমতির এক সহজ উচ্চারণ আলো-আঁধারিতে কথার লুকোচুরি নিয়ে সকৌতুক সেদিন দু'জনই কাছাকাছি এগিয়ে এসেছিলাম। মনে হয়েছিল এ ভাবেই ফুলমতি অনেক কিছু বুঝে উঠতে পারছে।

একদিন ফুলমতি ওদের গ্রামে যাওয়ার মিষ্টি আমন্ত্রণে আমাকে বলেছিল, 'মোর সাথ তোঁয় একদিন হামরিকের ছোটা গাঁও মে চালিস লা... এক রোজ মঁয় তোকে লে যাবু।'

ভালো লেগেছিল ফুলমতির মিষ্টি আমন্ত্রণে। এরই মাঝে তখন উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার প্রস্তুতিতে আমি অন্য অনেক কিছু থেকে দূরে ছিলাম। নির্বিবাদে শুধু পড়াশোনাটাই ছিল আমার সারাটা সময়ের ধ্যানজ্ঞান। নির্দিষ্ট দিনে পরীক্ষায় বসার জন্য জেলা শহর জলপাইগুড়ির উদ্দেশে রওনা হওয়ার প্রাক্ মুহূর্তে ফুলমতি সামনে এসে দাঁড়িয়ে নির্বাক কিছুক্ষণ। মৌন ভেঙে শহরে যাওয়ার কথা জানাতেই ওর শুভেচ্ছায় নিজেও বাকরুদ্ধ হয়ে পড়েছিলাম সেদিন। উপদেশের সুরে ফুলমতি বলেছিল, 'বাবু, তোকে ই পরীক্ষা ঠো বড়ি আচ্ছা সে দিবেক পরি।'

পরীক্ষা শেষ। একবুক আনন্দ নিয়ে বাড়ি ফেরার পালা। বসন্তকালীন হাওয়ায় ডুয়ার্সের বিকেলটা কেমন যেন উন্মনা হয়ে উঠেছিল সেদিন আমার কাছে। বাড়িতে ঢোকার পথে ফুলবাগান পেরিয়ে ভিতরটাকে একেবারেই শুনশান মনে হয়েছিল। ফুলমতিকে ডেকে কোনও সাড়া শব্দ না পেয়ে মনে একটা দুশ্চিন্তা নিয়ে বেরিয়ে এসেছিলাম। জানতে পারলাম, দু'দিন আগে ফুলমতিকে নিয়ে ওর বাবা ওদের গ্রামে ফিরে গিয়েছে। আজ সেই গ্রামে ফুলমতির বিয়ে। মনে হল এই সেই গ্রাম যেখানে ফুলমতি একদিন আমাকে নিয়ে যেতে চেয়েছিল। সেদিনের মিষ্টি আমন্ত্রণের সুর আরও বেশি করে কানে বেজে ওঠার পর বিরহ মধুর হয়ে ফিরে এসেছিল সেই মধুরাতটিতে।

ভালোবাসার প্রথম নরম অনুভূতিকে বড় যত্নে বুকে পুষে রেখেছি। তাই জন্য আজ এত বছর পরও ফুলমতি আমার কাছে-নন্দনবাসিনী উর্বশী।

কবিতা

বৃষ্টি নামায় আলগোছে সব গলির কাছে গানের সুরে

প্রাইভেট টিউশন
দেবায়ন চৌধুরী

যেমন থাকে কান্না চিবুক গভীর জিভের সঙ্গে গোপন
নোটের আশায় মেঘের বাড়ি ফোনপরবে বকমবকম
বৃষ্টি নামায় আলগোছে সব গলির কাছে গানের সুরে,
ভিজতে শেখা অঙ্ক খাতা বাজছে মাদল কাছে দূরেই।

ভীষণ গোপণ মরণ সে সব আলতো কামড় কানের লতি,
ঝাউপাতাদের ইচ্ছেমাফিক বৃষ্টি আসে খুব জমাটি –
আড়াল কথাই শিল্প বোঝায় কথার আড়াল স্বপ্ন বোনা
কোথায় রাখি রাখির দিনে বাক্ষ দিয়ে দে লক্ষ্মী সোনা।

ভিজতে থাকা আত্মা কেবল প্রাণের খোঁজে হাতটা ধরে
স্যারও জানেন প্রেমের কথায় রাত্রি কাটে একলা ঘরেই ...
সকাল আসে মরণদশা এমন নতুন অবাক লাগে
রোদের হাসি যেমন থাকে পড়তে যাবার অল্প আগে!

ডানার বিষাদ ভুলে
বিদ্যুৎ রাজগুরু

ডানার বিষাদ ভুলে পাখি
ছুঁয়েছে শস্যকুটো
প্রতিজ্ঞায় ইস্পাতদৃঢ়
শুষ্ক ঠোঁট দু'টো।
ভুলে যেতে হয় ভয় কখনও
দাঁড়িয়ে এজলাসে
অপেক্ষার ফুল ফোটে
প্রজ্ঞার মধুমাসে।
সব সুখ কি সহজে মিলে
গাছের মগডালে!
সব সবুজ কি থাকে
জিরাফের নাগালে।

ঢেউ নেই
অমিত গোলুই

আগে তুমি তোমার খুশির খবর
প্রথম আমাকেই দিতে।
তোমার খুশিতে উজ্জ্বল চোখের দিকে তাকিয়ে
মনে পড়ত প্রথম দেখা সমুদ্রের কথা।
মনে পড়ত বুকে ঢেউ নেওয়ার অভিজ্ঞতা।

আজও তুমি তোমার খুশির খবর
আমাকে দাও। কিন্তু, সবাই জানার পর।
এখন আর বুক কেন,
ঢেউ পায়ের পাতাও ভেজায় না।

আমি ফিরে আসি,
সমুদ্রে ঢেউ নেই।

গোচর
অমিতশংকর দাস

আমাদের চেতনা ধূসর
স্মৃতি ও মন্থর বেলাভূমি
আগুন জ্বললেও জল ঢালার সাহস করি না
শুধু গুঞ্জনে ফুল ফুটিয়ে ফিরি
আর নিত্যদিনই রোদ বৃষ্টি খেলা গোচর হয়!

অঙ্কন ঃ শংকর বসাক